দৈনিক
ইত্তেফাক

18 OCT 2012
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৫

যুক্তি দিয়ে পার পেতে চায় তিন স্কুল

মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় শিক্ষা অধিদপ্তর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

যুক্তি দিয়ে পার পেতে চায় শিক্ষার্থী ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায়কারী তিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এবং আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ অতিরিক্ত ফি ফেরত না দেয়ার পক্ষে তাদের অবস্থান তুলে ধরে ইতিমধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি) জানিয়েছে। আর মাউশি চিঠির বিষয় জানিয়েছে মন্ত্রণালয়কে। এ বিষয়ে অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. সাধন কুমার বিশ্বাস বলেন, পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে মন্ত্রণালয়। আমরা সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাউশির এক কর্মকর্তা বলেন, এ বিষয়ে কোনই সিদ্ধান্ত হবে না। পার পেয়ে যাবে প্রতিষ্ঠান তিনটি। অভিভাবকরা কোন টাকাই ফেরত পাবে না।

অতিরিক্ত ফি আদায়

সরকার নির্ধারিত ভর্তি ফি বাবদ এ তিনটি প্রতিষ্ঠান চলতি ২০১২ শিক্ষাবর্ষে অভিভাবকদের কাছ থেকে ৯ কোটি ৩১ লাখ ২৮ হাজার ১০০ টাকা বাড়তি আদায় করে। ৪ আগস্ট পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

যুক্তি দিয়ে পার

২৪ পৃষ্ঠার পর

এই টাকা ফেরত বা পরবর্তী মাসের বেতনের সাথে সমন্বয়ের নির্দেশ দেয় মন্ত্রণালয়। কিন্তু টাকা ফেরত না দিয়ে মন্ত্রণালয়কে তাদের অবস্থান তুলে ধরেছে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজ: ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ১ হাজার ৬২৭ ছাত্রীর কাছ থেকে ৬৮ লাখ ১৭ হাজার ১০০ টাকা অতিরিক্ত ফি আদায় করে। টাকা ফেরত না দেয়ার বিষয়ে যুক্তি তুলে ধরে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, তার প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কোনো পরিচালনা কমিটি নেই। ৬৮ লাখ টাকা ফেরত দেয়ার এমন গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত পরিচালনা কমিটি ছাড়া নেয়া সম্ভব নয়। তাই টাকা ফেরত দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে গত সপ্তাহেই মাত্র স্থানীয় সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননকে সভাপতি করে নতুন করে পরিচালনা কমিটি অনুমোদন দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়: মনিপুর হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের বাড়তি আদায় করা অর্থের পরিমাণ ৫ কোটি ২৩ লাখ ৭৬ হাজার ১০০ টাকা। চলতি বছর স্কুলটি প্রধান শাখা ছাড়াও আরও তিনটি শাখা ক্যাম্পাসে প্রথম শ্রেণিতে মোট তিন হাজার ৫৪ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করে ওই বাড়তি অর্থ আদায় করে।

টাকা ফেরত না দেয়ার বিষয়ে যুক্তি তুলে ধরে স্কুল কর্তৃপক্ষ চিঠিতে জানিয়েছে, ভর্তি নীতিমালা সংক্রান্ত পরিপত্র জারির বহু আগেই তারা বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে ৫০০ শিক্ষক রয়েছেন, যাদের মধ্যে মাত্র অল্প কিছু শিক্ষক এমপিওভুক্ত। বাকি বিশাল সংখ্যক শিক্ষককে স্কুল তহবিল থেকেই বেতন-ভাতা দিতে হয়। ভর্তিতে আদায়কৃত অর্থ দিয়ে নতুন একটি ভবন নির্মাণ ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এবং স্কুলের পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। এখন টাকা ফেরত দিতে গেলে স্কুল কর্তৃপক্ষকে নতুন ভবন উঠিয়ে বিক্রি করতে হবে।

আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ: মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ২ হাজার ৬৬৭ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৩৪ হাজার ৯০০ টাকা অতিরিক্ত আদায় করে। টাকা ফেরত না দেয়ার যুক্তি তুলে ধরে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা এ বছরের আদায়কৃত ভর্তি ফি স্কুলের মুগদাপাড়া শাখার অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় করেছে। তাই টাকা খরচ হয়ে যাওয়ায় এ বছর তাদের পক্ষে অভিভাবকদের ভর্তি ফি ফেরত দেয়া সম্ভব নয়। তবে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে তারা সরকারের জারি করা প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।